দ্য প্রফেট

কাহ্‌লিল জিব্‌রান

অনুবাদ
কাজী আখতারউদ্দিন

দি স্কাই পাবলিশার্স

সূচিপাতা

তাঁর জাহাজের আগমন	...	...	১১
ভালোবাসা	...	...	১৭
বিবাহ	...	...	২১
সন্তান	...	...	২৫
দান	...	...	২৭
খাদ্য ও পানীয়	...	...	৩১
কর্ম	...	...	৩৩
সুখ ও দুঃখ	...	...	৩৬
গৃহ	...	...	৩৮
পোশাক	...	...	৪১
ক্রয়-বিক্রয়	...	...	৪২
অপরাধ ও শাস্তি	...	...	৪৫
আইন	...	...	৪৯
স্বাধীনতা	...	...	৫১
যুক্তি ও আবেগ	...	...	৫৩
বেদনা	...	...	৫৫
আত্মদর্শন	...	...	৫৮
শিক্ষাদান	...	...	৬০
বন্ধুত্ব	...	...	৬১
কথা বলা	...	...	৬৩
সময়	...	...	৬৫
ভালো-মন্দ	...	...	৬৭
প্রার্থনা	...	...	৭০
ভোগ-সুখ	...	...	৭৩
সৌন্দর্য	...	...	৭৬
ধর্ম	...	...	৭৮
মৃত্যু	...	...	৮০
তাঁর বিদায়	...	...	৮৩

এই বইয়ের বারোটি চিত্র জিব্‌রানের আঁকা চিত্রের পাণ্ডুলিপি

তাঁর জাহাজের আগমন

বিধাতার মনোনীত এবং প্রিয়পাত্র, যুগস্রষ্টা আল-মুস্তাফা ওরফেলিস নগরে বারোটি বছর অতিবাহিত করেছেন সেই জাহাজের প্রতীক্ষায়, যা তাকে তার জন্মভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

এবং দ্বাদশ বছরের ফসল কাটার মাস আইলুলের সপ্তম দিনে তিনি নগর প্রাচীরের বাইরে অবস্থিত পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সমুদ্রের পানে তাকালেন এবং দেখতে পেলেন কুয়াশা ভেদ করে তাঁর জাহাজ আসছে।

তখন তাঁর হৃদয়ের দ্বার হঠাৎ খুলে গেল এবং তাঁর আনন্দ-উচ্ছ্বাস সমুদ্রের বুকে বহুদূর বয়ে গেল। তিনি চোখ বন্ধ করলেন এবং প্রশান্ত চিত্তে প্রার্থনা করলেন।

কিন্তু পাহাড় বেয়ে নেমে আসার সময় তিনি এক বিষাদে আচ্ছন্ন হলেন এবং মনে মনে ভাবলেন :

আমি দুঃখিত না হয়ে প্রশান্তিতে কীভাবে বিদায় নেব? না, আমি অক্ষতচিত্তে এ নগর ছেড়ে যেতে পারব না।

এই প্রাচীরের অন্তরালে আমি যন্ত্রণাময় কত দীর্ঘ দিবস কাটিয়ে দিয়েছি, কাটিয়েছি নিঃসঙ্গতার কত দীর্ঘ রজনী, তবু দুঃখবোধ না করে কেউ কি তার যন্ত্রণা এবং তার নিঃসঙ্গতা থেকেও মুক্তি পেতে পারে?

আমার আত্মার কত না ক্ষুদ্র অংশ আমি এই নগরীর পথে পথে ছড়িয়ে দিয়েছি, আমার প্রত্যাশার কত না সন্তান এই পাহাড়গুলোতে নিরাবরণ ঘুরে বেড়ায়, আমি ব্যথিত এবং ভারাক্রান্ত না হয়ে কীভাবে তাদের ছেড়ে ফিরে যাব? আজ আমি আমার দেহের পোশাক এখানে ফেলে যাব না, তবে ফেলে যাব নিজের হাতে ছাড়িয়ে নেওয়া আমার দেহের চামড়া।

আজ আমি কোনো ভাবনা পেছনে ফেলে যাব না, তবে ফেলে যার ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায় মধুর হওয়া আমার হৃদয়।

তবু আমি আর থাকতে পারব না।

এ সমুদ্র যেমন সবকিছুকে তার কাছে ডেকে নেয়, তেমনি সে আমাকে কাছে ডাকছে এবং আমাকেও যাত্রা শুরু করতে হবে।

কারণ প্রহরের পর প্রহর যখন পুড়তে পুড়তে নিঃশেষ হচ্ছে নিশিখে তখন নিশ্চল থাকা যেন শীতে জমাট বেঁধে স্ফটিকে রূপ নেওয়া এবং ছাঁচে বন্দি হওয়া।

এখানকার সব কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলে আমি কত না আনন্দিত হতাম! কিন্তু কী করে নেব?

যে কণ্ঠ সুরকে বাতাসে ভাসিয়ে দেয় সুর সেই কণ্ঠকে তার সঙ্গে নিতে পারে না। সে একা গিয়ে ইথারে মেশে।

এবং তার নীড় ফেলে রেখে ঈগল একাই সূর্যের পানে পাখা মেলে।

পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে তিনি আবার সমুদ্রের দিকে ফিরে তাকালেন, দেখলেন তাঁর জাহাজ বন্দরে ভিড়ছে, জাহাজের সম্মুখভাগে দাঁড়িয়েছিল নাবিকরা- তারা তাঁর স্বদেশের মানুষ।

তাঁর অন্তর চিৎকার করে তাদের ডাকল, তিনি বললেন,

হে আমার প্রাচীন মাতার পুত্রগণ, হে জোয়ার-ভাটার তরঙ্গ-আরোহী নাবিকদল,

তোমরা কতবার আমার স্বপ্নে পাল তুলে এসেছ এবং এখন এলে আমার জাগরণে- যা আমার গভীরতর স্বপ্ন।

আমি যেতে প্রস্তুত, আমার ব্যাকুলতা পাল তুলে দিয়ে বাতাসের প্রতীক্ষায় আছে।

এই শান্ত বাতাসে আমি আর একটিমাত্র শ্বাস নেব, প্রীতিপূর্ণ নয়নে আর একটিবার পেছন ফিরে তাকাবো, তারপর আমি তোমাদের মাঝে উঠে আসব- সমুদ্রযাত্রীদের মাঝে আরেক সমুদ্রযাত্রী।

হে বিশাল জলধি, হে সুপ্ত জননী,

শুধু তোমাতে নদ-নদী এবং স্রোতস্বিনির প্রশান্তি ও মুক্তি।

আমি এক স্রোতস্থিনি আর একটিমাত্র বাঁক নেব, বনভূমির মাঝে উন্মুক্ত এই স্থানে আর একটিবার কলতান তুলব,

তারপর আমি তোমার বুকে আসব, বন্ধনহারা এক বিন্দু জল বন্ধনহীন সমুদ্রে বিলীন হবে।

তিনি পথ চলতে চলতে দূর থেকে দেখলেন নর-নারী তাদের ফসলের মাঠ এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্র ছেড়ে ব্যস্ত-ব্যাকুল হয়ে নগরের ফটকের দিকে আসছে।

তিনি শুনতে পেলেন তারা তাঁর কথাই বলছে এবং মাঠে মাঠে একে অন্যকে ডেকে তাঁর জাহাজ আসার খবর দিচ্ছে।

তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন,

বিচ্ছেদের দিন কি তবে মিলনেরও দিন?

তাহলে কি বলব, আমার সন্ধ্যার আসলে ছিল আমার সকাল?

যে মানুষটি চাষের মাঝখানে লাঙল ছেড়ে এসেছে তাকে আমি কী দেব এবং যে মানুষটি আঙ্গুর-পেখা কলের চাকা থামিয়ে এসেছে তাকেই বা কী দেব? আমি যাতে ফল পেড়ে তাদের মাঝে বিলিয়ে দিতে পারি সেজন্য আমার হৃদয় কি ফলভারে নত এক বৃক্ষে রূপান্তরিত হবে?

আমি যাতে তাদের পানপাত্র পূর্ণ করে দিতে পারি সেজন্য আমার বাসনা কি ঝরনার মতো প্রবাহিত হবে?

সর্বশক্তিমানের হাত যে বীণা স্পর্শ করবে আমি কি সেই বীণা? তার নিঃশ্বাস যে বাঁশি দিয়ে নির্গত হবে আমি কি সেই বাঁশি?

আমি নীরবতার অনুরাগী, কিন্তু সেই নীরবতার মাঝে প্রত্যয়ের সাথে বিলিয়ে দেওয়ার মতো কোন্ সম্পদ আমি পেয়েছি?

আজ যদি আমার ফসল তোলার দিন হয় তবে কোন্ মাঠে কোন্ বিস্মৃত ঋতুতে আমি তার বীজ বুনেছিলাম?

প্রকৃতই যদি এ আমার প্রদীপ তুলে ধরার ক্ষণ হয় তবে সে প্রদীপে আমার আলোক শিখা জ্বলবে না, আমি শিখাহীন শূন্য প্রদীপ তুলে ধরব।

রাত্রির দেবদূত সে প্রদীপ তৈলে পূর্ণ করবে এবং প্রজ্বলিতও করবে।

তিনি মুখে এ সব কথা বললেন কিন্তু তাঁর অন্তরের অধিকাংশ কথা অব্যক্ত রয়ে গেল। কারণ তিনি নিজেও তাঁর অন্তরের গভীরে গুপ্ত বিষয়গুলো প্রকাশ করতে পারলেন না।

তিনি নগরে প্রবেশ করতেই সব মানুষ তাঁর কাছে এসে জড়ো হলো, সবাই যেন সমস্বরে চিৎকার করে তাঁকে কিছু বলতে চাইছিল।

সামনে দাঁড়িয়ে নগরীর প্রবীণ ব্যক্তিরা বললেন, 'তুমি এখনই আমাদের ছেড়ে চলে যেও না।

আমাদের জীবন সায়াহ্নে তুমি ছিলে মধ্যাহ্নের জোয়ার, তোমার তারুণ্য আমাদের দিয়েছে চোখভরা স্বপ্ন।

তুমি তো আমাদের অচেনা কেউ নও, অতিথিও নও, তুমি আমাদেরই সন্তান এবং অতি প্রিয়জন।

আমাদের চোখে তোমার মুখ দেখার তৃষ্ণা রেখে তুমি এখনই যেও না।'

যাযক-যাযিকারা বললেন, 'সমুদ্রের ঢেউ যেন এখনই তোমার সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ না ঘটায় এবং তুমি যে কটি বছর আমাদের মাঝে কাটিয়েছ তা যেন স্মৃতি হয়ে না যায়।

তুমি এক চেতনা হয়ে আমাদের মাঝে ছিলে, তোমার ছায়া আলো হয়ে আমাদের মুখে এসে পড়েছে।

আমরা তোমাকে বড় ভালোবেসেছি, কিন্তু আমাদের ভালোবাসা ছিল বাক্যহীন এবং অবগুণ্ঠনের আড়ালে গোপন।

তবে এখন সে চিৎকার করে তোমাকে ডাকছে এবং তোমার সামনে এসে অবগুণ্ঠন ফেলে দিতে চাইছে।

চিরকাল এমনই হয়েছে, বিচ্ছেদের মুহূর্ত না আসা পর্যন্ত ভালোবাসা তার গভীরতা বুঝতে পারে না।'

আরও যারা এলো তারাও তাকে মিনতি করল কিন্তু তিনি কোনো কথার উত্তর দিলেন না, শুধু তাঁর মাথা সামনে ঝুঁকে পড়ল।

যারা তাঁর নিকটে ছিল তারা দেখল, তাঁর চোখের জল বুকে গড়িয়ে পড়ছে।

জনতার সঙ্গে তিনি মন্দির সম্মুখের বৃহৎ চত্বরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

তখন মন্দির থেকে বেরিয়ে এলো যে নারী তার নাম আলমিত্রা। সে ছিল ত্রিকালদর্শী।

মেয়েটির প্রতি তিনি এক গভীর মমতাবোধ করেন। কারণ এ নগরীতে তাঁর প্রথম দিনটি পার হতে না হতেই এই মেয়ে সর্বপ্রথম তার সন্ধান পেয়েছিল এবং তাকে বিশ্বাস করেছিল।

মেয়েটি তাকে স্বাগত জানিয়ে বলল, 'পরমতমের সন্ধানকারী হে বিধাতা প্রেরিত পুরুষ, তুমি কত দীর্ঘকাল দূর দিগন্তে তোমার জাহাজের সন্ধান করেছ। এখন যখন তোমার জাহাজ এসেছে, তুমি নিশ্চয় চলে যাবে।

তুমি তোমার স্মৃতিবিজড়িত জন্মভূমিতে, তোমার বৃহত্তর বাসনার বাসভূমিতে ফিরে যেতে ব্যাকুল, আমাদের ভালোবাসা তোমাকে বেঁধে রাখবে না, আমাদের প্রয়োজন তোমাকে ধরে রাখবে না।

তবে তোমার বিদায়ের আগে তোমার কাছে আমাদের এই প্রার্থনা, তুমি আমাদের কিছু বলে যাও এবং তোমার সত্য থেকে আমাদের দিয়ে যাও।

সেই সত্য আমরা আমাদের সন্তানদের দেব, তারা তাদের সন্তানদের দেবে- এভাবে তা হবে অবিনশ্বর।

তুমি তোমার নির্জনতায় আমাদের দিনযাপন দেখেছ, তুমি তোমার জাগরণে আমাদের রাত্রির কান্না-হাসি শুনেছ।

অতএব এখন তুমি আমাদেরকে আমাদের কাছে প্রকাশ করো এবং জন্ম থেকে মৃত্যুর মাঝে তোমার দেখা যা কিছু আছে তা বলে যাও।

এবং তিনি উত্তরে বললেন,

ওরফেলিসের জনগণ, যে সকল ভাবনা এই মুহূর্তেও তোমাদের মনে দোলা দিচ্ছে সেসব বাদ দিয়ে আমি আর কোন্ বিষয়ে বলব?